হ্যান্ডআউট

সিআইজি ও নন-সিআইজি খামারী সমাবেশ

শুকর পালন সিআইজি

উপদেষ্টা

ডা: মনজুর মোহাম্মদ শাহজাদা

পরিচালক

পিআইইউ, এনএটিপি-২, ডিএলএস

সম্পাদনায়

ডা: মোহাম্মদ সালেহউদ্দিন খান

ট্রেনিং এন্ড কমুউনিকেশন স্পেশালিস্ট

পিআইইউ, এনএটিপি-২, ডিএলএস

সহযোগিতায়

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)

প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট (পিআইইউ) ঃ প্রাণিসম্পদ অংগ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।

www.natpdls.gov.bd

শুকর পালন এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ ঃ

আদিকালে মানুষ তার খাদ্যের চাহিদা পূরণের জন্য বন-জঙ্গল থেকে বন্য শুকর শিকার করতো। পরবর্তীতে মানুষের খাদ্য চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় শুকরকে ধীরে ধীরে পোষ মানিয়ে গৃহপালিত প্রাণিতে পরিণত করা হয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন উপজাতি, হরিজন সম্প্রদায়ের লোকেরা আদিকাল থেকেই শুকর পালন করে আসছে। এ সব সম্প্রদায়ের খাদ্য তালিকায় এবং বিভিন্ন উৎসবে শুকরের মাংস বেশ জনপ্রিয়। বাংলাদেশের আবহাওয়া শুকর পালনের জন্য বেশ উপযোগী। শুকর কাঁদা মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে শরীর ঠাণ্ডা করে। কাঁদামাটি শুকরের শরীরকে সানর্বান বা সূর্যের কিরণ এবং কীটপতঙ্গের কামড় থেকে রক্ষা করে। শুকর পালন এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে - দেশে শুকর এর মাংসের চাহিদা পূরণে উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, খামারী/কৃষক এর আয় বৃদ্ধি এবং পারিবারিক সঞ্চয় বৃদ্ধি।

শুকর এর জাত ঃ

বিশ্বে বিভিন্ন জাতের শুকর দেখা যায়। এদের মধ্যে লার্জ হোয়াইট, মিডল হোয়াইট, বার্ক শায়ার, ডুয়ার্ক, হ্যম্পশায়ার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলসহ বিভিন্ন এলাকায় দেশী জাতের শুকর এবং বিভিন্ন সংকর জাতের শুকর দেখা যায়।

শুকর পালনের সুবিধা ঃ

- ভাল জাতের শুকর বছরে দুবার বাচ্চা দেয় এবং একসাথে ৮-১২ টি বাচ্চা দেয় এবং ৬ মাস পালন করে ভাল মুনাফায় বাজারজাত করা যায়।
- শুকর খুব ভালভাবে সুষম খাদ্যকে মাংসে পরিনত করতে পারে, তাই এরা দ্রুত বর্ধনশীল।
- ১ কেজি গরুর মাংস বৃদ্ধির জন্য যেখানে ৫ কেজি খাবার প্রয়োজন, সেখানে ১ কেজি শুকর এর মাংস বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন ৩ কেজি খাবার।
- শুকর এর শরীরে হাড়ের পরিমান কম থাকায় মাংসের পরিমাণ বেশি হয়। শুকরের দেহের ওজনের ৬০-৮০ ভাগ মাংস পাওয়া যায়। যেখানে ছাগল বা ভোড়াতে পাওয়া যায় ৫০-৫৫ ভাগ।
- আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য শুকর পালন লাভজনক। অন্যদিকে স্থানীয় বাজারে শুকর এর যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে এবং বাজার মূল্যও ভাল।

শুকর এর জন্য স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান নির্মাণ ঃ

সুস্থ পরিবেশ এবং স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে শুকর পালন করতে হলে তার জন্য বাসস্থান প্রয়োজন। তাছাড়া গ্রীষ্মকালে গরম, শীতকালে ঠান্ডা এবং বর্ষাকালে বৃষ্টি থেকে রক্ষা করার জন্য উঁচু সমতল ভূমি যেখানে বৃষ্টির পানি জমে না এবং পানি নিষ্কাষণের ব্যবস্থা আছে এমন স্থান নির্বাচন করতে হবে। তাছাড়া ঘর নির্মাণে শুকর এর স্বাস্থ্য ও আরাম এর বিষয়টি লক্ষ্য রেখে নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনা করেতে হবে ঃ

- ঘর সমতল ভূমি থেকে এক ফুট উঁচুতে শুকনা স্থানে ও দক্ষিণমূখী কওে করতে হবে।
- মেঝে হালকা ঢালু থাকবে যাতে সহজেই শুকর চনা কিনারে চলে যায় এবং ঘর শুকনো থাকে।
- বাসস্থানের জন্য শুকর এর ঘর বেশী উঁচু করার প্রয়োজন হয় না। শুকর এর ঘর ৬-৭ ফুট উচু চালা হলেও চলবে। ঘরের নিচের অংশে ৩ ফুট ইট এর গাঁথুনি অথবা বেড়া এবং উপরের বাকি অংশ নেট দিতে হবে। এতে ঘরে আলোবাতাস চলাচলের সুবিধা হবে।
- ঘরের মেঝে পাকা হলে ভাল হয়, যদি তা না করা যায় তাহলে ইটের বিছানা অথবা শক্ত মাটি হলেও চলবে। তবে মেঝেতে শুকনা খড় বিছিয়ে বা রাবারম্যাট বিছিয়ে বাসস্থান আরামদায়ক করা যেতে পারে।

- শুকর এর ঘর নির্মাণে সহজ প্রাপ্য নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করা যেতে পারে। খামারী/কৃষক তার সামর্থ অনুসারে ঘরের চালা প্লাস্টিকের শীট অথবা ছন অথবা পলিথিন দিয়ে নির্মাণ করতে পারে। তবে ঘরের চাল এসবেসটস দ্বারা নির্মাণ করা হলে ভাল হয়, এতে ঘর শীত/গরম উভয় ক্ষেত্র শুকর এর বসবাসের জন্য আরামদায়ক হবে।
- পারিবারিক পদ্ধতিতে পালনের ক্ষেত্রে শুকরকে দিনের বেলায় মাঠে এবং রাতের বেলায় বাসস্থানে রাখতে হবে।
- শুকর এর বাসস্থান নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

শুকর এর ঘরের মাপ ঃ

শুকর এর বয়স ২ মাস থেকে ৪ মাস হলে ১০ বর্গফুট, ৪ মাস থেকে ৬ মাস পর্যন্ত ১২ বর্গফুট এবং বয়স ৬ মাসের বেশী হলে ২০ বর্গফুট জায়গা প্রয়োজন।

শুকর এর খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও দৈহিক ওজন নির্ণয় পদ্ধতিঃ

অন্যান্য প্রাণির চেয়ে শুকরের ওজন দ্রুত বৃদ্ধি পায়। তাই শুকর এর নিদিষ্ট বয়স অনুযায়ী ওজন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন মত খাবার সরবরাহ করতে হবে। পারিবারিক পালিত শুকর সাধারণত প্রাকৃতিকভাবে মাটি খুড়েই বিভিন্ন খাদ্য সংগ্রহ করে। এ ক্ষেত্রে কেঁচো, শামুক, কাকড়া, মূলজাতীয় ফসল, কচু, কাসাবা, কুমড়া, শাকসবজিই এদের মূল খাদ্য। তাছাড়া মানুষের দৈনন্দিন খাবারের উচ্ছিষ্ট অংশ, হোটেল, মেস বডিং এ শাকসবজি বা সবজির বাজারের ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট শুকর এর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবে এদের সুষম খাদ্য তৈরী করতে চালের কুড়া, গমের ভূষি, তিলের খৈল, শুটকি মাছের গুড়া, সয়াবিন মিল, লবণ, ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স প্রয়োজন হয়। শুকরকে দৈনিক পর্যাপ্ত পরিমান পরিস্কার পানি সরবারহ করতে হবে।

শুকর ছানা ও বাড়ন্ত শুকরের খাদ্য বা রেশন :

- শুকরকে জন্মের প্রথম ২ (দুই) সপ্তাহ পর্যন্ত শুধু মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে। এ জন্য ১-২ দিন দৈনিক পাঁচ বার, ৩-৪ দিন দৈনিক চার বার এবং ৫-১৪দিন পর্যন্ত দৈনিক তিন বার মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে। ২ (দুই) সপ্তাহ পর থেকে একটু একটু করে গুড়ো দানাদার খাবার খেতে দিতে হবে। ৩ (তিন) সপ্তাহ পর থেকে তাকে বাহির থেকে নিয়মিত খাদ্য সরবরাহ করা যাবে।
- শুকর এর দৈনিক খাদ্যকে ৩ ভাগ করে সকাল, দুপুর ও বিকালে সরবরাহ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।
- শুকর এর কোন বয়সে কত ওজন এবং দৈনিক কি পরিমান খাবার প্রয়োজন তা নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

বয়স	ওজন	খাবারের পরিমান
১ মাস	৫ কেজি	মায়ের দুধ + ২৫০ গ্রাম
২ মাস	১৫ কেজি	মায়ের দুধ + ৫০০ গ্রাম
৩ মাস	২৫ কেজি	১ কেজি
৪ মাস	৪০ কেজি	১.৫ কেজি
৫ মাস	৫০ কেজি	২ কেজি
৬ মাস	৬০ কেজি	২ কেজি

গর্ভবতী এবং দুগ্ধবতী শুকর এর জন্য সুষম খাদ্য বা রেশন :

- গর্ভাবস্থায় শুকরকে প্রথম ৩ মাস দৈনিক ২.৫-৩.০ কেজি খাদ্য দিতে হবে।
- গর্ভাবস্থার শেষের ১ মাস খাদ্যের পরিমান আরো ১ কেজি বাড়াতে হবে।
- দুগ্ধবতী শুকর এর খাদ্যে অতিরিক্ত ভিটামিন ও খনিজ সরবারহ করতে হবে।

- দুগ্ধবতী শুকরকে গর্ভবতী শুকরের তুলনায় ২-৩ গুন বেশী খাদ্য দিতে হবে (অর্থাৎ প্রতি বাচ্চার জন্য ০.২৫ কেজি খাদ্য। দুগ্ধবতী শুকর এর খাদ্যের সাথে ক্যালসিয়াম ও আয়রণ এর পরিমান বাড়াতে হবে।
- শুকর এর দৈনিক খাদ্যকে ৩ ভাগ করে সকাল, দুপুর ও বিকালে সরবরাহ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

পূর্ণ বয়স্ক শুকর এর জন্য সুষম খাদ্য বা রোশন :

ক্রমিক নং	খাদ্য উপকরণ	পরিমান	প্রোটিন (%)
১	চালের গুড়ো	৬০ কেজি	১৮%
২	গমের ভূষি	২০ কেজি	
৩	তিলের খৈল	৬ কেজি	
৪	শুটকি মাছের গুড়ো	৬ কেজি	
৫	সয়াবিন	৭ কেজি	
৬	লবন	৭৫০ গ্রাম	
৭	ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	২৫০ গ্রাম	
	মোট	১০০ কেজি	

বি ঃ দ্র ঃ শুকর এর খাদ্য উপকরণ বা খাদ্যাভাস হঠাৎ পরিবর্তন করা হলে উৎপাদন ব্যহত হবে। শুকর-কে প্রত্যহ একই সময়ে খাবার সরবরাহ করলে উৎপাদনে সফলতা আসবে।

শুকর এর দৈহিক ওজন নির্ণয় পদ্ধতি :

$$\text{শুকর এর ওজন} = \frac{\text{দেহের দৈর্ঘ্য (ইঞ্চি)} \times \{\text{বুকের বেড় (ইঞ্চি)}\}^২}{৮৮০} \text{ কেজি}$$

শুকর এর প্রজনন ব্যবস্থাপনা ঃ

শুকর ৮-১০ মাস বয়সে এবং শুকরী ৭-৮ মাস বয়সে প্রজননক্ষম হয়। তবে শুকর এর বয়স ১ বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এবং শুকরীর বয়স ১০ মাস পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে প্রজনন কাজে ব্যবহার করা সঠিক হবে না। শুকর এর বয়স ১ বৎসর পূর্ণ হলে তাকে সপ্তাহে ২ বার প্রজনন কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। সুস্থ অবস্থায় প্রাপ্ত বয়স্ক শুকরী ১৯-২১ দিন পর পর গরম হয় এবং উহার স্থায়ীত্বকাল ২-৩ দিন পর্যন্ত থাকে। তবে শুকরী গরম হওয়ার ২৪ ঘন্টা পর প্রজনন করতে হবে। প্রজনন এর জন্য উত্তম সময় হচ্ছে গরম হওয়ার ৩০-৪০ ঘন্টার মধ্যে প্রজনন করা। শুকরীর গর্ভকাল ১১৪ দিন বা কম/বেশী ৩-৪ দিন হতে পারে এবং সে ৮-১২টি পর্যন্ত বাচ্চা দিতে পারে। সাধারণত প্রজননের জন্য ১০-১২টি শুকরীর ১টি পূর্ণবয়স্ক শুকরই যথেষ্ট।

শুকরী ডাকে আসার লক্ষণ প্রকাশ না পাওয়ার সম্ভাব্য কারণ ঃ

- অপুষ্টি খাবার সরবরাহের জন্য শরীরের ওজন কম হওয়া।
- বেশী খেয়ে অতিরিক্ত ওজন বা মোটা হওয়া।
- খনিজ পদার্থের অভাব।
- কৃমিতে আক্রান্ত থাকায়।
- দীর্ঘ মেয়াদী (ক্রনিক) রোগ।

শুকরী গর্ভধারণ না করার সম্ভাব্য কারণ (প্রজনন সংক্রান্ত) ঃ

- শুকরী প্রজননক্ষম হওয়ার পর প্রথম হিটের (গরম হওয়া) সময় পাল দিলে।
- শুকরীকে সময়মত প্রজনন (পাল দেয়া) করা না হলে।
- প্রজনন শুকর বেশী মোটা হলে।
- প্রজনন শুকর এর বয়স কম হলে, অর্থাৎ ১ বৎসর পূর্ণ না হলে।
- প্রজনন শুকর দিয়ে সপ্তাহে ৫(পাঁচ) এর অধিকবার প্রজনন করালে অর্থাৎ পাল দেয়া হলে।
- শুকর একটু সময় নিয়ে প্রজনন করে থাকে, অর্থাৎ শুকর এর সিমেন (বীয্য) ১(এক) মিনিট বা তার চেয়ে একটু বেশী সময়ের পর বের হয়, এ সময়ে তার প্রজনন কাজ ব্যাহত হলে।

শুকর বাচ্চার পরিচর্যা ঃ

ভবিষ্যৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে বাচ্চা শুকরকে যথাযথভাবে লালন-পালন করতে হবে। বাচ্চা শুকর এর যত্ন মূলত শুকর গর্ভবতী থাকা অবস্থা থেকেই করতে হবে। এক্ষেত্রে শুকরীর গর্ভের অন্তত শেষ এক মাস পর্যাপ্ত পুষ্টি সরবরাহ করতে হবে। বাচ্চা শুকর এর স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও রোগমুক্ত রাখার জন্য নিম্নের বিশেষ কয়েকটি নিয়মের প্রতি খেয়াল রাখলে বাচ্চার মৃত্যুর হার কমে যাবে।

- অপরিষ্কার স্যাঁতস্যাঁতে জায়গাতে শুকরী প্রসব করলে বাচ্চার বিভিন্ন প্রকার রোগ দেখা দিতে পারে। তাই শুকরী প্রসবের প্রাক্কালে শুকরীকে অবশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন ও শুকনো জায়গায় রাখতে হবে।
- নবজাতক বাচ্চার জন্য শুকনা খড় দিয়ে বিছানায় ব্যবস্থা করতে হবে।
- জন্মের পর পরই পরিস্কার কাপড় দিয়ে বাচ্চার নাক ও মুখ হতে লালা বা ঝিল্লি পরিষ্কার করতে হবে। নতুবা নাক ও মুখে শ্লেষ্মা থাকায় নিশ্বাস নিতে অসুবিধা হলে বাচ্চা শ্বাসরূদ্ধ হয়ে মারা যেতে পারে।
- নবজাতক বাচ্চার নাভি ২ ইঞ্চি রেখে বাকী অংশ কেটে দিতে হবে এবং নাভীর কাটা জায়গায় কিছু এন্টিসেপটিক যেমন টিংচার আয়োডিন, তাৎক্ষণিক পাওয়া না গেলে ডেটল বা সেভলন লাগাতে হবে।
- নবজাতক বাচ্চা শুকর এর ৪ জোড়া গজ দাঁত বা সূচ দাঁত থাকে। এ দাঁতগুলো খুব ধারালো অথচ কোন কাজে লাগে না। উপরন্তু বাচ্চা মায়ের দুধ খাওয়ার সময় উক্ত ধারালো দাঁত দিয়ে মায়ের ওলানে ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে। এ জন্য বাচ্চা ছোট থাকা অবস্থাতেই যত দ্রুত সম্ভব পরিষ্কার দাঁত কাটার যন্ত্র দিয়ে এ দাঁতগুলোর গোড়া পর্যন্ত কেটে ফেলতে হবে। তবে এ সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে দাত কাটার যন্ত্র দিয়ে বাচ্চার জিহবা কেটে কোন ক্ষত সৃষ্টি না করে।
- সধারনত শুকর এর বাচ্চা জন্মের কয়েক মিনিটের মধ্যে দাড়াতে পারে এবং মায়ের বাটের দুধ খেতে পারে। তাই এ সময়ে নবজাত সকল বাচ্চাকে সত্তর মায়ের শাল দুধ খাওয়াতে হবে। কেননা এই শালদুধ খাওয়ালে শুকর এর বাচ্চার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া এই দুধে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'এ' যা বাচ্চার জন্য অত্যন্ত উপকারী।
- নবজাত বাচ্চা শুকর এর বয়স ১-২ দিন হলে তার হজম প্রক্রিয়ায় শালদুধ এর কার্যকারিতা তেমন থাকে না অর্থাৎ শালদুধ থেকে বাচ্চার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়ে তেমন কোন কার্যকারিতা থাকে না। ফলে বাচ্চাকে জন্মের ৩৬ ঘন্টার মধ্যে শালদুধ খাওয়ানো না হলে বাচ্চার মৃত্যুর হার অনেক বেশী হবে। তাই নবজাত বাচ্চাকে যত দ্রুতসম্ভব পর্যাপ্ত পরিমানে শাল দুধ খাওয়ানোর বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।
- বাচ্চা জন্মের প্রথম ২দিন বাচ্চাকে দৈনিক ১০মিনিট করে ৫বার মায়ের দুধ পান করতে দিতে হবে। এর পর থেকে প্রতি দিন ১বার করে কমিয়ে দৈনিক ৩বারে নিয়ে আসতে হবে।

- জন্মের ৩-৪ দিনের মধ্যে শুকর ছানার মৃত্যু হার বেশী। সাধারণত মায়ের দেহে চাপা পড়ে, দুধের অভাবে অথবা খাদ্যে আয়রন অভাবে বাচ্চার মৃত্যু হতে পারে। তাই বাচ্চাগুলি যেন মায়ের দেহে চাপা না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে এবং বাচ্চাকে আয়রন সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।
- শুকর এর বাচ্চা জন্মের সময় রক্তে প্রায় ৫০mg আয়রণ থাকে। সে তারা মায়ের দুধ থেকে দৈনিক ১-২ mg আয়রণ গ্রহণ করে থাকে। অথচ প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত তার জন্য প্রয়োজন ৭mg আয়রণ। ফলে আয়রন কম থাকায় তার রক্ত স্বল্পতা দেখা দেয় এবং দৈহিক ওজন বৃদ্ধিতে ব্যহত হয়, এমনকি বাচ্চার মৃত্যুও ঘটে থাকে। তাই বাচ্চার বয়স প্রথম সপ্তাহ হওয়া পর্যন্ত শুকর এর বাচ্চাকে আয়রণ খাওয়াতে হবে। উত্তম ব্যবস্থা হলো বাচ্চা দুধ খাওয়ার সময়ে মায়ের বাটে আয়রণ সিরাপ/জেল অথবা ১/২ লিটার পানিতে ১ গ্রাম ফেরাসসালফেট ও ১০০ গ্রাম মধু মিশিয়ে মায়ের বাটে লাগিয়ে দিলে বাচ্চা দুধ খাওয়ার সময় তা চেটে খেলে প্রয়োজনীয় আয়রণ পেয়ে যাবে। বাচ্চাকে সম্ভব হলে ৪-৫ দিন বয়সেই আয়রণ ইনজেকশন প্রদান করা যেতে পারে। তবে বাচ্চাকে আয়রণ ইঞ্জেক্সন দিতে হলে প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত ডোজ ও প্রদানে সময় মেনে চলতে হবে। কেননা অতিরিক্ত আয়রণের বিষক্রিয়ায় বাচ্চা মারাও যেতে পারে।
- বাচ্চার বয়স ৪-৭ দিন হলে লেজের ডগা/আগা কেটে ফেলে উক্ত স্থানে কিছু এন্টিসেপটিক যেমন টিংচার আয়োডিন, তাৎক্ষনিক না পাওয়া গেলে ডেটল বা সেভলন লাগাতে হবে। লেজের ডগা/আগা কাটা না হলে এক বাচ্চা আর এক বাচ্চার লেজ কামরিয়ে ঘাঁ করতে পারে।
- বাচ্চা ঠান্ডায় কাতর এবং ঠান্ডা লাগলে নিউমোনিয়া হয়ে বাচ্চা মারাও যেতে পারে। তাই বাচ্চার যাতে ঠান্ডা না লাগে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। প্রয়োজনে বাচ্চার ঘরে বাল্ব দিয়ে গরম রাখতে হবে।
- বাচ্চার বয়স ১৫ দিন হলে বাচ্চা শুকরকে অল্প অল্প করে শুকনা খাবার খেতে দিতে হবে।
- বাচ্চার প্রতি সর্বদাই সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। সময় মত খাদ্য ও পানি সরবরাহ দিতে হবে। রোগ প্রতিরোধক টিকা দিতে হবে।

শুকর বাচ্চা খাসী করণ :

বাচ্চা শুকরকে ২-৩ সপ্তাহ বয়সের মধ্যে খাসী করতে হবে। তাহলে অল্প সময়ের মধ্যে শুকর এর শরীরে মাংস বৃদ্ধি পাবে এবং উক্ত শুকর থেকে ভাল মানের মাংস পাওয়া যাবে।

শুকর এর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

শুকরের বিভিন্ন প্রকার রোগ হতে পারে। এর মধ্যে মূলত সোয়াইন ফিভার বা হগ (শুকর) কলেরা, তড়কা রোগ (Anthrax), সালমোনেলোসিস, ক্ষুরা রোগ (Foot and mouth disease/ hoof and mouth disease - FMD), সোয়াইন ইরিসিপিলাস, নিউমোনিয়া, বাচ্চা শুকরের রক্তস্বল্পতা ও শুকর বাচ্চার রক্ত আমাশয়, দুধালো শুকরের ওলান ফুলা রোগ বা ওলান প্রদাহ (Mastitis ও কৃমি রোগ উল্লেখযোগ্য ।

অসুস্থ্য শুকরের লক্ষণ :

- খাদ্য ও পানি কম খাবে অথবা খাবারের প্রতি অনীহাভাব থাকবে।
- জ্বর বা দৈহিক তাপমাত্রা বেশি হবে। এ অবস্থায় গায়ের লোম খাড়া এবং দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস নিবে।
- পাতলা পায়খানা হবে, যা সবুজ বা লালচে রং হতে পারে।
- কান ঝুলানো থাকবে, অর্থাৎ কান খাঁড়াভাবে রাখতে পারবে না।
- চোখ লাল এবং গায়ের চামড়ার রং অস্বাভাবিক হতে পারে।
- লেজ কম নাড়বে এবং শুকর এর দল থেকে পৃথক থাকতে চাইবে।

- চলাচলের সময় পিছনের পায়ে ভারসাম্যহীনতা দেখা যাবে।
- সর্দি, কাশি, শ্বাসকষ্ট এসব লক্ষণ থাকতে পারে

রোগ বিস্তার ঃ

স্যাঁতস্যাঁতে জমিতে জীবানু থাকার সম্ভাবনা থাকায়, সেখানে শুকর চড়ালে রোগ হতে পারে। দুষিত পুকুর, নালা ও ডোবার পানি পান করলেও রোগ হতে পারে। রোগাক্রান্ত প্রাণি থেকে তাড়াতাড়ি রোগ ছড়িয়ে পড়ে। জীবাণু দুষিত খাদ্য ও পানির মাধ্যমেও ছড়ায়। শীতের সময় শুকরের বাচ্চাদের ঠান্ডার মধ্যে রাখলে অথবা স্যাঁতস্যাতে মেঝেতে থাকলে রোগ হতে পারে।

শুকর এর রোগ প্রতিরোধে করণীয় ঃ

- শুকুরের রোগ প্রতিরোধ এর জন্য স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান প্রয়োজন। শুকুরের যে সমস্ত রোগ হলে চিকিৎসার সময় পাওয়া যায় না বা চিকিৎসায় ভাল ফল পাওয়া যায় না তার জন্য উত্তম ব্যবস্থা হলো রোগ হওয়ার পূর্বেই টিকা প্রদান করতে হবে।
- প্রথমত খামারী/কৃষক এর সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। এ জন্য প্রতিদিন শুকর-কে খাবার প্রদানের সময় খামারী/কৃষক-কে শুকরকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। তাহলে তিনি খুব সহজেই রোগাক্রান্ত শুকর দ্রুত সনাক্ত করতে পারবেন।
- শুকরের রোগ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারবেন। এ জন্য প্রয়োজনে প্রাণিসম্পদ অফিসে অথবা ভেটেরিনারি ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।
- বাচ্চার বয়স ১.৫ মাস হলে প্রথম কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে। এর পর থেকে প্রতি ৩ মাস অন্তর শুকর-কে নিয়মিতভাবে কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে।
- বাচ্চা শুকর-কে বয়স্ক শুকর থেকে পৃথক রাখতে হবে।
- শুকরকে প্রতিদিন চাহিদা অনুপাতে সুষম খাদ্য দিতে হবে।
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরির জন্য শুকরকে সময়মত প্রতিষেধক টিকা দিতে হবে।
- অসুস্থ প্রাণিকে সুস্থ প্রাণী থেকে আলাদা রাখতে হবে।
- এলাকায় রোগাক্রান্ত অথবা মৃত শুকর জবাই করতে দেয়া যাবে না।

শুকর এর বিভিন্ন রোগের টিকা প্রদান সম্পর্কিত তথ্য ঃ

রোগের নাম	টিকার নাম	টিকা প্রদানের স্থান এবং কত সময় পর পর টিকা দিতে হবে
সোয়াইন ফিভার বা হগ কলেরা	হগ কলেরা টিকা	বাচ্চা দুধ ছাড়ানোর পর থেকে বৎসরে ১ বার
তড়কা রোগ	তড়কা টিকা	৬ মাস বয়সে চামড়ার নীচে দিতে হবে। মাত্রা ০.৫ সিসি, বৎসরে ২ বার (৬ মাস পর পর)। তবে তড়কা প্রবণ এলাকা না হলে প্রতি বছর বর্ষা আসার পূর্বে ১ বার টিকা প্রদান করতে হবে।
ক্ষুরারোগ	ক্ষুরা রোগের টিকা	টিকা চামড়ার নীচে দিতে হবে। শুকরের বয়স ৬ মাস হলে প্রথম ডোজ। এই টিকা দেয়ার ৪ মাস পর বুসটার ডোজ। তবে প্রস্তুতকারকের নির্দেশনা অনুযায়ী টিকার মাত্রা/পরিমান ও বৎসরে কত বার দিতে হবে তা নির্ধারণ করতে হবে।
সোয়াইন ইরিসিপিলাস	সোয়াইন ইরিসিপিলাস টিকা	বাচ্চা দুধ ছাড়ানোর পর ১ বার এবং ৩-৪ সপ্তাহের পর বুসটার ডোজ।

৬